International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 38-43
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

কোড়া জনজাতির ধর্মবিশ্বাস ও দেব-দেবী : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অমিত কুম্ভকার
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

The Kora is a tribal group of eastern India. They are mostly found in the states of Bihar, Jharkhand, Odissa and West Bengal. Like many other tribal communities, the Kora had their own distinct culture, customs, rituals and way of life. Religion is an essential part of human society in daily way of life. In the case of tribal communities, they are developed their own religious beliefs and practices from pre historic time. The Kora community also had their own distinct religious beliefs and practices. However Over long time of period taken so many changes in their religious life. They are mostly influenced by mainstream Hinduism. Globalisation and modernity also affected their religious life. Now the Kora community gradually moving towards in the mainstream Hindu society. However the Kora till now practice their own traditional religious beliefs. This research paper focuses on the Koras religious life and changes over long time of period from prehistoric times to present day in historical perspectives.

Keywords: Kora community, religious life, mainstream Hindu society, changes, impact of modernity and globalization.

মানবসমাজে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠিত সত্তার প্রসার ঘটে যা সমাজের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব সমাজে ধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গে পন্ডিত মহলে অনেক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ টাইলার 'সর্বপ্রাণবাদ' অর্থাৎ আত্মার ধারণা বা আত্মার বিশ্বাস হতে ধর্মের প্রাথমিক ধারণার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে এবং যে প্রচেষ্টার মূলকথা হল দুষ্ট আত্মাদের বিতাড়ন ও শিষ্ট আত্মাদের সন্তুষ্টি বিধান। কালক্রমে ওই আত্মাদের উপরেই চামড়া ও মাংস বসেছে তারা দেবতা ও অপদেবতায় পর্যবসিত হয়েছে।[১] অন্যদিকে ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুর্খেইম মনে করেন যে- সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলে একটি ধারণাই আছে, একটি রহস্যময় নৈব্যক্তিক শক্তির ধারণা যা মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই শক্তির ধারণার মূল আছে ব্যক্তির উপর সামাজিক কর্তৃত্বের বাস্তবতা। টোটেম হচ্ছে ওই সামাজিক কর্তৃত্বের দৃশ্যমান প্রতীক অর্থাৎ টোটেম বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উদ্ভব।[২] আবার জেমস ফেজার এর মতে জাদু বিশ্বাস ও জীবন ধারণের উপযোগী ক্রিয়া-কলাপ গুলির অনুশীলনের দরুন আচার অনুষ্ঠান গুলি হতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু জাদু বিশ্বাসের ধারণাও সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা সকল ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয় তাই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর ভরসা রাখতে না পেরে অতি-প্রাকৃতকে'ই আশ্রয় করেছিল যা থেকেই ধর্মের ধারণা বিকশিত হয়েছিল।[৩] এছাড়াও অনেক পণ্ডিত প্রেত পূজার মধ্য দিয়ে ধর্মের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে

মানবসমাজে ধর্মের উদ্ভব ও ধর্মের আদি স্তর কোনটি তা নিয়ে পন্ডিত মহলে তর্ক-বিতর্ক বিদ্যমান তবে সকলে এই বিষয়ে নিশ্চিত যে বিভিন্ন জনজাতি কৌম জীবন চর্চাতেই ধর্মের আদি রূপ বিকশিত হয়েছিল এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতীয় আদিবাসী সমাজের জীবন চর্চা পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার একাধিক নজির আমরা দেখতে পাব। [৪]

কোড়া জনজাতির প্রাথমিক পরিচয় :

কোড়া ভারতের অন্যতম একটি জনজাতি। কোড়ারা মূলত পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে । ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে মোট কোড়া জনসংখ্যা হল ২,৪৬,৫৯৮ জন।[৫] তবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এদের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট কোড়া জনসংখ্যা হল ১,৫৯,৪০৪ জন যা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যার ৩.২ শতাংশ।[৬] কোড়ারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যথা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা তে বসবাস করে। কোড়া জনজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রসঙ্গে রিজলে সাহেব মনে করেন যে, "The Koras are a Dravidian caste of earth-workers and cultivators in Chhotonagpur, Western and Central Bengal, probably, an offshoot from the Munda tribe. The Koras of Manbhum and Bankura have well marked totemistic clans of the same as Mundas, and the latter admit that some sort of affinity may at one time have been recognised. The Koras of Santal parganas claim to have come from Nagpur."[৭] জাতি শ্রেণীবিন্যাসে মুন্ডারা আদি অস্ত্রাল এবং মুন্ডাদের সঙ্গে কোড়াদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল ব্যাপক। তবে রিজলে সাহেবের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে কারণ দ্রাবিড় কোন নরগোষ্ঠীর নাম নয় পন্ডিত মহলে তা ভাষাগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের এবং পুরুলিয়া জেলার কোড়া সম্প্রদায় মুদি কোড়া নামে পরিচিত। আর মুদি শব্দটি মুন্ডা বা মুন্ডারী থেকে উৎপন্ন। মুন্ডারী ভাষায় পুত্রকে বলা হয় কোড়া। অতএব মুদি কোড়া কথাটির অর্থ দাঁড়ায় মুন্ডারী পুত্র। তিনি মুন্ডা উপজাতির শাখা-প্রশাখা ভাষাগুলির তথা মুন্ডারী, সাঁওতাল, কোড়া, খেরিয়ার সঙ্গে তুলনামূলক মিল আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কোড়া সম্প্রদায় ও মুন্ডা সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত।[৮] সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কোড়া জনজাতি ভারতের এক আদিম বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠী যারা জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে আদি অস্ত্রাল। আরো স্পষ্ট করে বললে তারা মুন্ডা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে মূলত পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কোড়া জনজাতির ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীর দিকটি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মূল যে প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল:

(ক) কোড়াদের ধর্মবিশ্বাস ও দেব-দেবীর ঐতিহ্য কি প্রাগৈতিহাসিক? তাদের জীবনচর্চা ও সংস্কৃতিতে এর তাৎপর্য কতখানি ?

(খ) মূল স্রোত হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের ধর্মবিশ্বাসের সংযোগ ও সংমিশ্রণ কি ধরনের ? তারা কি মূলস্রোতে সমাজের দিকে অগ্রসরমান ?

(গ) আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন কোড়াদের ধর্মীয় জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে ?

কোড়াদের ঐতিহ্যশীল ধর্মবিশ্বাস ও দেব দেবী: ভারতে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের ধর্মীয় জীবনের পরিচয় প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'প্রাক-বৈদিক ও অবৈদিক' ধারার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] ভারতের প্রাক-বৈদিক সভ্যতার ধারক ও বাহক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ দেখা যায়। অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীর খেরওয়াল তথা কোল গোষ্ঠীর মানুষেরা বৃক্ষ, পাথর, ফল, ফুল, পশু-পক্ষী, পবিত্র স্থান প্রভৃতির ওপর দেবত্ব আরোপ করে পুজা করত তা থেকে ধর্মীয় চেতনা বিভিন্ন দিক বিকশিত হয়। কোল গোষ্ঠীর সমাজে দেখা গেছে যে, তারা পূজা ও আরাধনার জন্য গ্রামের থেকে দূরে নির্জন স্থানে শাল গাছের আবৃত একটি স্থান কে বেছে নেয় পবিত্র স্থান হিসেবে । এমনকি কোল গোষ্ঠীর মানুষ কোন মূর্তি পূজা করে না তাই মূর্তি সংরক্ষণের জন্য মন্দির প্রয়োজন নেই, উপযুক্ত শাল গাছের তলায় তাদের রেখে দেওয়া আছে আদিম যুগ থেকে পাথরের বড় বড়নুড়ি এবং তাদের আহ্বানে মঙ্গলকারী দেব শক্তি সেই পাথরকে ভর করে নেমে আসে। উপরোক্ত বিষয়টি জাহের থানের শালবীথি দেখেই বোঝা যায় যে তাদের মগ্ন চৈতন্য কাজ করেছে আদিম যুগের আরণ্যক আশ্রয় থেকে ও সেই শালবীথিতে চলে তাদের ধর্মীয় মন্ত্রাদি পুনরাবৃত্তি যা পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষ সঞ্চারিত হয়। উপরোক্ত উপজাতিক ধর্মীয় দিকটি অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর তথা সাঁওতাল, কোড়া, খেরিয়া, মুন্ডা ,ভূমিজ, মালপাহাড়ি, মুন্ডাদের ধর্মীয় চেতনার ঐতিহ্যে তা আজও প্রবাহমান।[১০]

এখন কোড়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যশীল ধর্মবিশ্বাস ও পূজিত দেব-দেবীর দিকটি আলোকপাত করা যাক। মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর ভিত্তি করে নিম্নে এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যশীল ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক পূজা-পার্বণের আলোচনা করা হল :[১১]

১। শালুই হুলা: ফাল্গুন, চৈত্র মাসে শাল গাছের শাল ফুল দিয়ে শালুই হুলা উৎসব পালন করা হয়। পূজার উপকরণ হিসাবে শালফুল, শালপাতা, নতুন মাটির হাঁড়ি, কলসি, মুরগি , আতপ চাল, শাল পাতার তৈরি প্রদীপ ইত্যাদি। পূজার স্থান হিসাবে ঘরের ভিতরে উত্তর-পূর্ব কোণাকে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি মুন্ডারী ভাষার নিজস্ব মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করেন।

২। অম্বুবাচী: কোড়াদের অন্যতম একটি সামাজিক পূজা অনুষ্ঠান। গ্রামের শেষ প্রান্তে শাল গাছের নিচে মাটির তৈরি ঘোড়া ঠাকুর স্থানে আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে প্রতিবছর এই পূজা অনুষ্ঠান হয়। ঘোড়া ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত স্থানটি গরামবংগা বা গ্রামদেবতা নামে পরিচিত। কোড়া সম্প্রদায় এর পূজারী বা লায়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে পূজা করেন। এই পূজার উদ্দেশ্য হিসেবে একজন কোড়া প্রতিনিধি জানান যে, বর্ষাকালে বর্ষার ফসল ও বৃষ্টি যাতে ভালো হয় এবং বাড়ির সবাই সুস্থ থাকে তার উদ্দেশ্যে এই পুজা করা হয়। [১২]

৩। কারাম পরব: ভাদ্র মাসের ১ তারিখ থেকে এই উৎসবের সূচনা হয় এবং সারা মাস ধরে গ্রামের মাঝ পাড়াতেকারাম এর উদ্দেশ্যে নাচ গান করা হয়। পূজার উপকরণ হিসাবে মূলত কারাম গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়। কারাম উৎসব ভাদ্র মাসের শেষ দিন সারারাত ব্যাপী অবিবাহিত মেয়েরা এই উৎসব পালন করে। গ্রামের সকলে মিলে একসাথে নাচ, গানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদযাপন করে।

৪। নাওয়াবাঃহা: একে নবান্ন উৎসবও বলা যেতে পারে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে নতুন ফসল বাড়িতে এলে এই উৎসবের সূচনা হয়। নতুন ফসলের আনন্দে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের প্রধান উপকরণ গুলি হল নতুন ধান, মাটির পাত্র ও একটি মোরগ। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি মুন্ডারী ভাষার নিজস্ব মন্ত্র উচ্চারণ করে এই পূজা করে থাকেন।

৫। গরয়াবংগা: কার্তিক মাসে মূলত কালীপুজার পর এই উৎসব পালিত হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে লাল রঙের একটি মোরগ শাল গাছের ডাল ও পাতা মূল গাছের ডাল নতুন মাটির তৈরি করা তৈরি থালা-বাটি প্রদীপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। সন্ধেবেলার সময় নাচ গানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

৬। আখ্যান: মাঘ মাসের প্রথম দিনে গরাম থানে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় গ্রাম দেবতার উদ্দেশ্যে এই পূজা করা হয়। গরামবংগা দেবতার উদ্দেশ্যে মূলত এই পুজা উদযাপন করা হয়।

৭। সহরায়: সাহারায় উৎসব কৃষি কাজের সাথে যুক্ত এবং উৎসব বেশ কয়েকদিন ধরে চলে এ সময় গরু-মহিষের বৃদ্ধি কামনা করা হয়।

কোড়া সম্প্রদায় এর পূজিত দেব দেবী গুলির মধ্যে অন্যতম হলো রাগেশ্বর। রাগেশ্বর মূলত কোড়াদের জনপ্রিয় বনদেবতা, জঙ্গলে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে রাগেশ্বর কে স্মরণ করা হয়। [১৩] কোড়াদের অপর একটি অন্যতম দেবতা হলেন বাঘুত। খোলা আকাশের নিচে পলাশ, কেন্দু ,শাল, মহুয়া ইত্যাদি গাছের তলায়বাঘুত দেবতার থান, ইনি মূলত বনদেবতা হিসেবে পূজিত। কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে জঙ্গলের জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঘুত দেবতার পুজো করা হয়। এই পূজা উপলক্ষে দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগি উৎসর্গ করা হয়। বাঘুত দেবতার পূজা ও উদ্ভব সম্পর্কে প্রাগৈতিহাসিক শিকারজীবী আদিবাসী জীবন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের জন্য তারা বনে জঙ্গলে প্রবেশ করত যে কারণে বন জঙ্গলে চলাফেরার সময় মৃত্যু ভয় সব সময় তাদের বিব্রত করত, বন জঙ্গলের অন্তরালে যে দেবতা ও অপদেবতার প্রভাব রয়েছে তা এই জনজাতির মনে বদ্ধমূলহয় এবং এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা বনদেবতা বাঘুতকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে স্থান দেয়।[১৪] কোড়াদের পূজিত দেবীর মধ্যে অন্যতম হল বড়াম । এর পূজা সাধারণত গাছ তলাতে পাথর খণ্ড প্রতীকে উদযাপিত হয় ইনি মূলত বনদেবী হিসেবে পূজিত, এই দেবী পূজার মধ্যে অরণ্যচারী প্রাচীন ঐতিহ্যময় আদিবাসী জীবনযাত্রা পরিচয় ফুটে ওঠে।[১৫] কোড়ারা আবার শস্যের দেবী হিসেবে টুসুকেও পূজা করেন। নৃতত্ত্ববিদ অমল কুমার দাস মনে করেন যে, আদিবাসী সমাজ প্রকৃতি নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রকৃতি অবলম্বন করে আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছে এদের বিশ্বাস, আচার -অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ রীতিনীতি সংস্কার আচরণবিধি ইত্যাদি মূলত প্রকৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[১৬] কোড়াদের ধর্মবিশ্বাস ও পূজিত দেব দেবীর মধ্যেও প্রকৃতি নির্ভরশীলতার দিকটি ফুটে ওঠে। কৃষি জীবন, অরন্য জীবনকে ঘিরে এদের দেব দেবী গুলি সৃষ্টি হয়েছে যার ধারা আজও প্রবাহমান। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, উপজাতিরা মূলত জগৎ ও জীবনের উৎস হিসাবে মাতৃকা দেবীর উপাসক ছিল। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মাটি পাথর বা হাড়ের তৈরি যেসকল প্রাচীন মাতৃকা মূর্তি পৃথিবীর

নানা স্থানে পাওয়া গেছে সেগুলির গঠন দেখে অনুমিত হয় যে এই মূর্তিগুলি মাতৃত্ব, গর্ভধারণ প্রভৃতির প্রতীক হিসেবে পূজিত হত। পরবর্তীকালে কৃষিজীবী সমাজের ধর্ম ব্যবস্থায় জীবনদায়িনী মানবী মাতা ও শস্যদায়িনী পৃথিবী বা বসুমাতা এক হয়ে গিয়েছিল।[১৭] কোড়াদের পূজিত টুসু, বড়াম দেবীর মধ্যেও সেই প্রতিফলন দেখা যায়।

মূল স্রোত হিন্দু সমাজের দেব দেবীর প্রভাব:

সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কোড়াদের জীবন প্রণালী ও ধর্ম বিশ্বাসে পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে মূলস্রোত হিন্দু সমাজের পাশাপাশি ভাবে দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ও বিচার বিশ্বাসের প্রভাব তাদের উপর লক্ষণীয় মাত্রায় পড়েছে। কোড়ারা মূলস্রোতের হিন্দু সমাজের দেব দেবী গুলোকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রিজলে সাহেবের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক । তিনি মনে করেন যে – "..... in the matters of religion, Koras effect to be orthodox Hindus, worshipping the regular gods and calling themselves shaktas or Vaishnavas accordingly as they incline to the cult of Kali, Durga, Mansa, or to that of Radha or Krishna, Mansa the heavenly patroness of snakes and Bhadu…… whom goats, fowls, pigeons, rice, sugar and plantain are are offered on no fixed dates, and are divided between the worshippers and the deogharia Brahmans…… village god's. In Manbhum, the Koras do not employ a Brahman……"[১৮] প্রাথমিকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা দেখা গিয়েছে যে, কোড়া সম্প্রদায় ও মূলস্রোতের হিন্দু সমাজের পাশাপাশি বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। এক্ষেত্রে কোড়ারা শিব, শীতলা, কালি, মনসা ,সরস্বতী দেব দেবীকে তাদের ধর্মবিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৯] গবেষক কাকলি পাল মিত্র কোড়াদের ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে তার প্রবন্ধ 'Kora Religious Belief: A Fusion of Traditional Tribal Faith and Hinduism' তে উল্লেখ করেছেন যে 'They develop stable dependent economic ties and culture contact with the Hindus. Gradually they aspire for a corporate status in the caste hierarchy by adopting some Sanskritic rituals and try to prove that they are not far away from the Hindus'.[২০] তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় বসবাসকারী কোড়া জনজাতির উপর গবেষণা করে এই মন্তব্য করেছেন এবং তার এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতাও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বেশ কিছু বিষয় পার্থক্য আছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাতে লক্ষ্য করা গেছে যে এই সম্প্রদায় উপরোক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির তথা সাঁওতাল , মুন্ডাদের ধর্মবিশ্বাস এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ক্রমশ আদিবাসী ঐতিহ্যগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন।

আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাব: ঐতিহাসিক দিক থেকে উপজাতিরা ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বসবাস করে আসছে তবে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। মূল স্রোত সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে নিজস্ব পৃথক পৃথক জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতি নিয়ে তারা বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে উপজাতি মানুষেরা ক্রমশ মূল স্রোত সমাজের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা উপজাতি জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপক আঘাত হানে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ভূমি নীতির দরুন কৃষিজমি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিমাণে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় যার ফলে অরণ্য কেন্দ্রিক উপজাতি জীবন প্রণালী তে ব্যাঘাত ঘটে। আবার জঙ্গল সংরক্ষণ আর তার সুষ্ঠু বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ জঙ্গল জমির বিস্তীর্ণ অংশ অরণ্য আইনের আওতায় নিয়ে আসে এবং ঝুম চাষ নিষিদ্ধ করে যার সরাসরি প্রভাব উপজাতি জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতিতে পড়ে।[২১] স্বাধীনতা পরবর্তী এই ধারা অব্যাহত ছিল এ প্রসঙ্গে ইন্দরা মুন্সি মনে করেন যে – 'The Indian government economic policy of globalisation and liberalisation has only accelerated the process of alienation of the adivasis from their natural resource and created greater insecurity. The movement of human resources commodities finance and technology across national regional and local boundaries has adversely affected these communities'.[২২] এছাড়াও বিশ্বায়িত বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি আদিবাসী জীবন প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে প্রথাগত ঐতিহ্যময় কৌম-জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এই আমূল পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য পণ্ডিতেরা আদিবাসী জীবন চর্চার ক্ষেত্রে 'সভ্যতার পরিবর্তন' কথাটি উল্লেখ করছেন।[২৩] এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বন জঙ্গলের সঙ্গে আদিবাসী জীবন প্রণালী সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিশ্বায়িত বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে ক্রমাগত বনক্ষয় এর ফলে আদিবাসী

জীবন চর্চাতেও অনেক অভিঘাত নেমে এসেছে। কোড়া জনজাতির ধর্মবিশ্বাস ও পূজিত দেব দেবী গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বনভূমিকে কেন্দ্র করে অনেকাংশে সেগুলো গড়ে উঠেছে। তাদের পূজিত দেব দেবী গুলি যথা বড়ামরাগেশ্বর , বাঘুতও ধর্মবিশ্বাসের অন্যান্য সামাজিক পূজা-পার্বণ গুলো বনভূমি কেন্দ্রিক। বর্তমানে লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক কোড়া সম্প্রদায় এর বসতি গুলোতে উপরোক্ত দেবদেবী গুলি সম্পর্কে আগ্রহ কমে গিয়েছে অনেক জায়গায় ওই দেব দেবী গুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার প্রধান কারণ হল, সামাজিক জীবনে বনভূমির গুরুত্ব কমে যাওয়ার কারণে দেবদেবীর প্রতিও আগ্রহ কমে গিয়েছে।[২৪]

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ মূলত পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম উপজাতি গোষ্ঠী কোড়াদের ধর্মবিশ্বাস ও দেব দেবীর পরিচয় তুলে ধরা হল। দেখা যায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মূলস্রোত সমাজের প্রভাবে ও আধুনিকীকরণের ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস অনেক পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে মূলত তিনটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল:

- কোড়াদের ঐতিহ্যশীল যে উপজাতিক ধর্মবিশ্বাস তা আজও তারা বহন করে চলেছে।
- মূল স্রোত হিন্দু সমাজের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহের কারণে তারা মূলস্রোত হিন্দু সমাজের ধর্ম-সংস্কৃতি বেশকিছু ঐতিহ্য গুলিও আয়ত্ত করে নিয়েছে।
- আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন তাদের ধর্ম সংস্কৃতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে।

অতএব কোড়া উপজাতির ধর্মীয় বিশ্বাসে ঐতিহ্য ও পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট এবং তারা উভয়ে দিকে নিয়ে অগ্রসরমান।

তথ্যসূত্র:

১. Edward Tylor, Primitive culture, John Murray, London, 1871, P. 426.
২. Emile Durkheim, The Elementary forms of the Religious life (Translated from the French By Joseph Ward Swain), George Allen & Unwin Ltd., Fifth Impression 1964, P. 88-90.
৩. James George Frazer, The Golden Bough: A Study in magic and religion, Part-1, The magic art and the evolution of king volume-1, The Macmillan press, London, 1976, page-ix.
৪. L.P. Vidyarthi & Binay Kumar Rai, The Tribal Culture of India, Concept publishing company, New Delhi , second edition 1976, P. 239.
৫. Census of 2011, Government of India, Retrieved from– “https//www.censusindia.gov.in”, Accessed on 15/10/2020.
৬. Census of 2011, Government of India, Retrieved from– “https//www.censusindia.gov.in”, Accessed on 15/10/2020.
৭. H.H. Risley, The Tribes and castes of Bengal, Volum-2, Bengal Secretarial Press, Calcutta, 1891, P. 506-510.
৮. দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার জাতি ও উপজাতি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৭১-৭২।
৯. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি: প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩৮।
১০. কলেন্দ্রনাথ মান্ডি , সাঁওতাল পূজো পার্বণ (ভূমিকা: শ্রী সুহৃদ কুমার ভৌমিক), তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা- ঘ।
১১. ক্ষেত্রসমীক্ষা, গ্রাম- ধুলাতাপি ও কুমার বহাল, জেলা- বাঁকুড়া, ক্ষেত্র সমীক্ষা তারিখ হল ১২/১০/২০২০ থেকে ১৬/১০/২০২০।
১২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাম- প্রধান মুদি, পেশা -শিক্ষকতা, গ্রাম -ধুলাতাপি ,জেলা -বাঁকুড়া, তারিখ ১৩/১০/২০২০।
১৩. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (দুই খন্ড), কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২৩৭।
১৪. সুবীর মন্ডল, দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোকজীবন ও সংস্কৃতি, লোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ. ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।
১৫. সুবীর মন্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা ৭৯।

১৬. দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদনা, আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি (প্রবন্ধ- অমল কুমার দাস, আদিবাসী জীবনে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭।

১৭. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

১৮. H.H. Risley , ঐ, পৃষ্ঠা ৫০৫-৫১০।

১৯. ক্ষেত্রসমীক্ষা, ঐ।

২০. Kakali Paul (Mitra), Kora Religious Belief: A Fusion of Traditional Tribal Faith and Hinduism, Studies of Tribes and Tribal, 2(2):81-87, Kamla-Raj 2004.

২১. Nirmal Kumar Mahato, Sorrow Songs of Woods– Adivasi-Nature Relationship in the Anthropocene in Manbhum, Primus Books, New Delhi, August 2020, P. 109-113.

২২. Indra Munshi , Ed., The Adivasi Question– Issues of Land, Forest and Livelihood, Orient BlackSwan, New Delhi , Reprinted 2015, P. 9.

২৩. Indra Munshi, Ed., The Adivasi Question– Issues of Land, Forest and Livelihood (Civilisational Change- Markets and Privatisation among Indigenous Peoples By Dev Nathan and Govind Kelkar) Orient Black Swan, New Delhi , Reprinted 2015, P. 337 .

২৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা, ঐ।